দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 DEC 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

011

কয়েকটি জরাজীর্ণ মাদ্রাসা

নোয়াখালী, ২১ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— এ জেলার ঐতিহ্যবাহী ইসলামিয়া আলীয়া মাদ্রাসাটির বিভিন্ন অংশে বড় বড় অসংখ্য ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এটি ধসে পড়তে পারে।

প্রকাশ, দেশবরণ্য আলেম মরহুম হযরত মাওলানা আবদুস ছোবহান কর্তৃক ১৯১৩ সালে উক্ত মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে অদ্যাবধি সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে মাদ্রাসার চুতর্দিকের দেয়ালের বিভিন্ন অংশ ও নীচের অংশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় অসংখ্য ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতে শ্রেণীকক্ষসমূহ পানিতে ভেসে যায়। এছাড়া পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রাবাস, আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-শিক্ষকগণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

চৌগাছা

চৌগাছা (যশোর) থেকে সংবাদদাতা জানান, চৌগাছা সিনিয়র মাদ্রাসাটি দীর্ঘদিন যাবত জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে।

চৌগাছা উপজেলায় মাত্র ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ৮টি দাখিল মাদ্রাসা, কিন্তু সিনিয়র মাদ্রাসাটি দিন দিন বিলুপ্তির পথে চলেছে। '৮৬ সালের নভেম্বরের ৮ তারিখে সুপার সাহেব মৃত্যুবরণ করার পর ৪ বার দৈনিক পত্রিকায় সরকারী বিধি মোতাবেক সুপার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত কোন সুপার নিয়োগ করা হয়নি।

কেশবপুর

কেশবপুর (যশোর) থেকে সংবাদদাতা জানান, 'সাম্প্রতিক বন্যায় এ উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি মাদ্রাসা এবং ১৪টি প্রাইমারী স্কুলের মেরামতের কাজ এখনো শুরু হয়নি। ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ৮টি এবতেদায়ী ও ৪টি দাখিল মাদ্রাসা। এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে, ভবানীপুর, পরচক্রা, ভেরচী, মাগুরখালী, দেউলী, হাড়িয়াঘোপ, কুশলদিয়া ও বরণডালী এবং দাখিল মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে, লক্ষ্মীনাথকাঠি, বাউশলা, মূলগ্রাম ও কেশবপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা। এছাড়া স্কুলগুলো হচ্ছে, মধ্যকুল, মঙ্গলকোট, সন্ন্যাসগাছা, কাটাখালী, হাবাসপোল, ব্যাসডাঙ্গা, বাউশালা, পরচক্রা, মেহেরপুর, হাড়িয়াঘোপ, হদ, সুজাপুর, মনোহরনগর ও বারুইহাটি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল। দীর্ঘদিন যাবৎ পানির নীচে ডুবে থাকায় এসব মাদ্রাসা-স্কুলগুলোর বেশীর ভাগই কাঁচামেঝে, বেড়া, খুঁটির গোড়া এবং আসবাবপত্র একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। যে কোন সময় ধসে পড়ে এগুলো প্রাণনাশের কারণ হতে পারে।